২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সূচনা:

সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন। এডিপি'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরে অনেকাংশেই নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এ সকল প্রকল্প পর্যালোচনার মধ্যে প্রত্যেক অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অন্যতম। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তার একটি ধারণা সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবেই প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা;
- প্রকল্পসমূহের মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা;
- প্রকল্পসমূহের সার্বিক আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতির অংগভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন তুলে ধরা;
- সরেজমিন পরিদর্শনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়ে এ সমস্যা দূর করা যায়; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন যাতে করে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি'র একটি অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়ে যে সকল যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- বাস্তব অগ্রগতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদারদের (stakeholders) (যেমন: পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়) সংগে পর্যালোচনা এবং মত বিনিময়;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কমিটি (পিআইসি) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি পর্যালোচনা;
- আরএডিপি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই চলতি প্রকল্প এবং বেশ কিছু প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার প্রকাশ করা হলো:

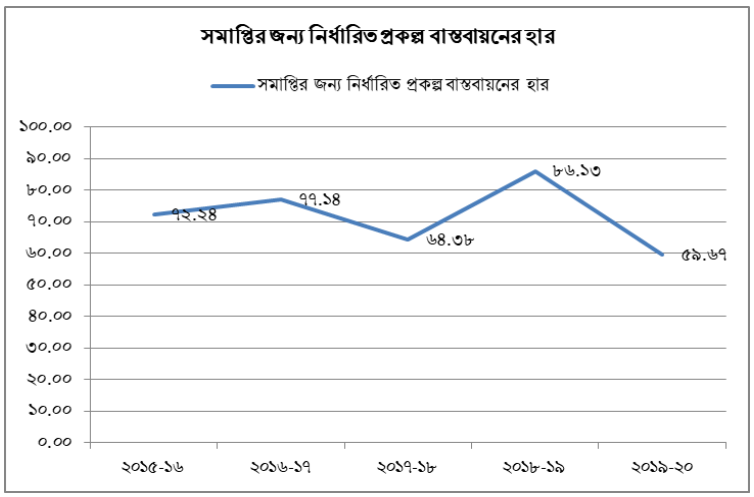

চিত্র-১: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প বাস্তবায়নের হার

পার্শ্ববর্তী চিত্র-১ এ গত ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা হ্রাস পেলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার প্রায় ৭১.৯১ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ:

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১,৯৮৫টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে ১,৬৮৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১৫৬টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প, ২টি জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিল প্রকল্প ও ১৩১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প এবং ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত। এডিপিভুক্ত ১,৯৮৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ২৯৮টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতভিত্তিক সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন মেয়াদে এ সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় ৩৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ -এর অধীনে ২৯৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ (২৯৮টি) উক্ত অর্থবছরের মোট এডিপি প্রকল্পের (১,৯৮৫টি) প্রায় ১৫.০১%।

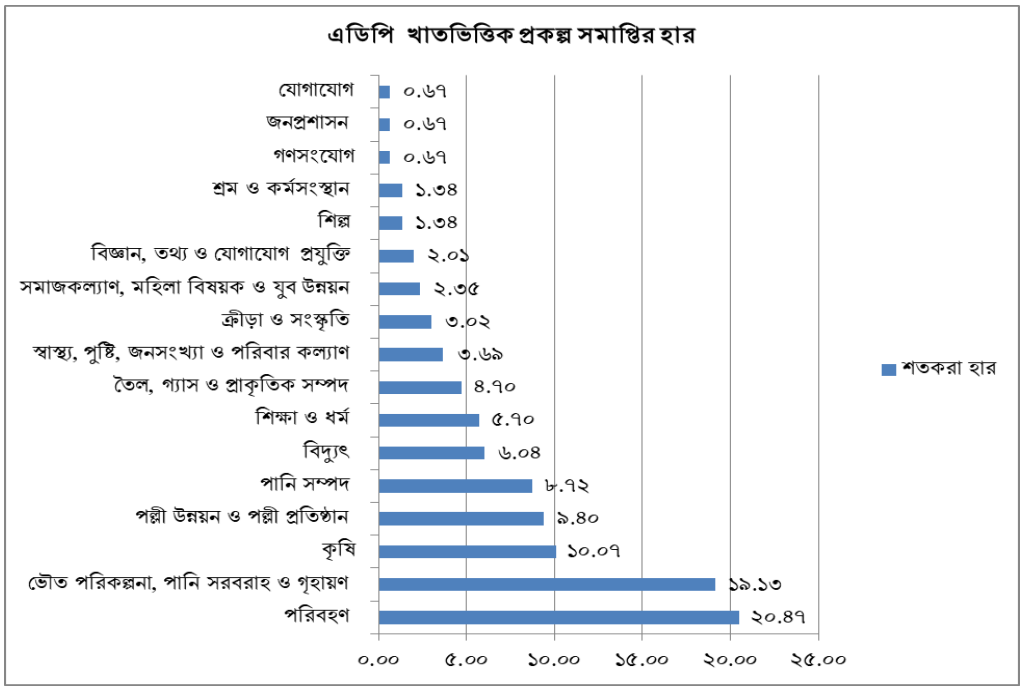

চিত্র-২: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন চিত্র (এডিপি সেক্টর অনুযায়ী)

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ:

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
কৃষি (মৎস্য/প্রাণিসম্পদ) সেক্টর:			
০১।	প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের সংশোধনসহ প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল অধিক বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে জনগণ প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে পারে না।	০১।	যথাসময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করতে হবে।
০২।	প্রকল্পের ভবন নির্মাণ স্থান না নির্ধারণ না করে /ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না করে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এর ফলে স্থান পেতে/ভূমি অধিগ্রহণে অনেক বিলম্ব হয়। এতে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্প বার বার সংশোধন করতে হয়।	০২।	ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
০৩।	প্রকল্প বার বার সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয়।	০৩।	ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিৎ হবে যাতে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হয়।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
০৪।	আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/ সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করা হয় না। প্রকল্পের পিসিআরের সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ না করা।	০৪।	পরিপত্র অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।
০৫।	"সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" শিরোনামে জারিকৃত পরিপত্রের ফরমেট অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) যথাযথভাবে গঠন করা হয় না এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় না, যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।	০৫।	উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্র অনুযায়ী ডিপিপিতে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা এবং নিয়মিত এ দুটি সভার আয়োজন করতে হবে।
০৬।	অধিকাংশ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন অথবা একাধিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এতে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাহত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ পরিপত্রের (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) ১৬.৩৭ অনুচ্ছেদ এবং সংযোজনী-ঢ় এর ৪.৩ ও ৪.৮ শর্ত অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক মূল পদে বহাল থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন এবং একাধিক প্রকল্পের পিডি'র দায়িত্ব পালন পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।	০৬।	"সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" সর্বশেষ পরিপত্র (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে।
০৭।	অধিকাংশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদকালে প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে জানা যায়, পদোন্নতি, বদলীজনিত ও অবসরজনিত কারণে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয় না। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রম ধীরগতি ও ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।	০৭।	প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে।
০৮।	অধিকাংশ প্রকল্পের Exit Plan-এর বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।	০৮।	প্রকল্পের Exit Plan-এর বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের Exit Plan সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
০৯।	বিভিন্ন স্থাপনা যথাসময়ে নির্মাণ করা হলেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে সময়মতো চালু করা হয় না এবং জনবলের অভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে স্থাপনা চালু করতে না পারায় সংগ্রহকৃত মালামাল বাক্সবন্দী করে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয়।	০৯।	প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত করার পূর্বে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
১০।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা;	১০।	ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
১১।	বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই না করেই তাড়াহুড়া করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় এবং বাস্তবতার নিরিখে নতুন নতুন বিষয় (component) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হয় এবং কতিপয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় (component) বাদ দিতে হয়। ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে বিস্তর পার্থক্য হয় এবং প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ফলে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি পায়।	১১।	প্রকল্প গ্রহণের পূর্ব যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই পূর্বক প্রকল্পের অঙ্গ (component) নির্ধারণ করতে হবে এবং অঙ্গভিত্তিক প্রকল্পের ব্যয়ের প্রাক্কলন যথাযথভাবে করতে হবে।
১২।	ডিপিপি/টিপিপি-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;	১২।	ডিপিপি/টিপিপি-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
১৩।	টেকসইকরণঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম/সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প শেষে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।	১৩।	প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ/সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনার পরিকল্পনা থাকতে হবে।
১৪।	পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেওয়া এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা;	১৪।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;
১৫।	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	১৫।	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
১৬।	কোন কোন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের কিছু কিছু স্থানে ফাঁকা থাকা, ব্লক সরে যাওয়া, অব্যবহৃত ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।	১৬।	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের সকল ফাঁকা স্থান কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করা প্রয়োজন তা না হলে নদীর পানিতে সিসি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে উদ্দেশ্যে সিসি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে তা পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। এছাড়া সরে যাওয়া ব্লক ডিপিপি অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে এবং অব্যবহৃত ব্লকসমূহ স্তুপ আকারে জমা রাখতে হবে যেন আপদকালীন সময়ে তা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
১৭।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া;	১৭।	প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
১৮।	ফসলের নতুন নতুন জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি, প্রদর্শনী, বীজ, সার ইত্যাদ কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সংস্থা একই কৃষক/গ্রুপ পাচ্ছে; ফলে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি, প্রদর্শনী, বীজ, সারের সর্বোচ্চ সুবিধা সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না।	১৮।	কৃষি কাজে যথাযথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে সেবা প্রদান না করে সর্বাধিক সংখ্যক কৃষককে সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচন করে সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।
১৯।	প্রকল্পের আওতায় কৃষক দল গঠন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প শেষে দলগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।	১৯।	প্রকল্প শেষে কৃষক দল পরিচালনার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নিতে হবে।
২০।	কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের অভাব	২০।	কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	পরিলক্ষিত হয়।		নেওয়্য যেতে পারে।
২১।	সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	**২১।**	বছরভিত্তিক অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
২২।	প্রদর্শনীর জন্য বীজ, সার ইত্যাদির মৌসুমের সঠিক সময়ে কৃষকের নিকট পৌঁছায় না, ফলে প্রদর্শনী সঠিক মাত্রায় কার্যকরী হয় না।	**২২।**	দেশের বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই সার ও বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।
২৩।	ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস, পানির গুণগতমান ও ব্যবহার সম্পর্কে অধিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক তথ্য সরবরাহ এবং মাঠ পর্যায়ে প্রচারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়;	**২৩।**	ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস, পানির গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে আরও অধিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তথ্য সরবরাহ করা এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষক ও উপকারভোগিদের নিকট প্রচারের ব্যবস্থার লক্ষ্যে বিএডিসি-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন;
২৪।	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	**২৪।**	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর:			
১.১	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	১.১	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন;
১.২	ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা;	**১.২**	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;
১.৩	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব;	**১.৩**	প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন;
১.৪	কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত;		১.৪.১ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষৎতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। ১.৪.২ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যক।
১.৫	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত;	**১.৫**	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
১.৬	প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত;	**১.৬**	বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আব্যশ্যক।
১.৭	প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত;		১.৭.১ প্রকল্প সুষ্ঠ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			প্রয়োজন আছে। ১.৭.২ বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষৎতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোদী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
১.৮	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;	**১.৮**	যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
১.৯	ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব;	**১.৯**	প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
১.১০	পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব;	**১.১০**	প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
পানি সম্পদ সেক্টর:			
০১।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility study) ব্যতীত জিওবি প্রকল্প গ্রহণ করা;	**০১।**	সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
০২।	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা;	**০২।**	ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে;
০৩।	DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;	**০৩।**	DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
০৪।	পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেওয়া;	**০৪।**	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
০৫।	বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা;	**০৫।**	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;
০৬।	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	**০৬।**	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
০৭।	কোন কোন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের কিছু কিছু স্থানে ফাঁকা থাকা, ব্লক সরে যাওয়া, অব্যবহৃত ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।	**০৭।**	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের সকল ফাঁকা স্থান কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করা প্রয়োজন তা না হলে নদীর পানিতে সিসি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে উদ্দেশ্যে সিসি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে তা পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। এছাড়া সরে যাওয়া ব্লক ডিপিপি অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে এবং অব্যবহৃত ব্লকসমূহ স্তুপ আকারে জমা রাখতে হবে যেন আপদকালীন সময়ে তা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
০৮।	ভূমি অধিগ্রহণে সময়মত উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং সময়ক্ষেপণ করা ;	**০৮।**	যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিত করা;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
০৯।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া;	০৯।	প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
১০।	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুলতা;	১০।	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটে সংস্থান রাখতে হবে;
১১।	সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	১১।	বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
১২।	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	১২।	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।
শিল্প সেক্টর:			
০১।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই (feasibility study) ও বাস্তব চাহিদা নিরুপন ব্যতীত জিওবি প্রকল্প গ্রহণ করা;	০১।	যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবতার আলোকে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
০২।	ভূমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে জমি অধিগ্রহণে বহু ক্ষেত্রেই ডিপিপি বরাদ্দের চেয়ে অধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। জমি অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত জটিলতা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রবণতার কারণেও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।	০২।	প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করে ভূমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ভূমি অধিগ্রহণের জন্য যথাযথ ব্যয় প্রাক্কলন করা। ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে প্রকল্প গ্রহণ করা।
০৩।	প্রকল্প প্রণয়নকালে সঠিকভাবে সময় ও ব্যয় প্রাক্কলন না করার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে, বার বার সংশোধনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।	০৩।	প্রকল্প প্রণয়নকালে সঠিকভাবে সময় ও ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য WBS(Work Break down structure) সম্পন্ন করে Network Chart, Gantt Chart এর মাধ্যমে Logical framework প্রণয়ন ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
০৪।	প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজ আইএমইডির পশাপাশি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সম্পাদনের কথা থাকলেও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিবিড়ভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণ না করা।	০৪।	প্রকল্পের কাজের গুণগতমান রক্ষার্থে এবং বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংস্থা কর্তৃক নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা।
০৫।	নির্ধারিত সময়ে ভূমি অধিগ্রহণে বিভিন্ন জটিলতা এবং সরকারি মালিকানাধীন জমিতে (প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থানে) অবৈধ দখলদার কর্তৃক মামলা দায়ের/বাধাগ্রস্থ করায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের নির্মাণ শুরুতে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব।	০৫।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতাসমূহ নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
০৬।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা অনুসরণ না করা;	০৬।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা;
০৭।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা (পূর্ত কাজ)/সংগৃহীত মালামাল যথাযথভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ না করা।	০৭।	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
০৮।	প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্তঃ প্রকল্প সমাপ্তির পর যানবাহনসমূহ সরকারি বিধি অনুসরণ করে পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়না নতুন নতুন প্রকল্পে পুনরায় নতুন যানবাহন ক্রয় করা হয়; যা সরকারি অর্থের অপচয় বলে প্রতীয়মান হয়।	০৮।	বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং হিসাব রাখায় যথেষ্ট স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
বিদ্যুৎ সেক্টর:			
০১।	বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঋণচুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি হয়।	০১।	বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঋণচুক্তি দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ে এবং ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
০২।	প্রকল্প সমাপ্ত হলেও সিডি এন্ড ভ্যাট খাতের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত হয়নি।	০২।	সিডি এন্ড ভ্যাট খাতের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
০৩।	আন্ডার গ্রাউন্ড বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে সড়ক খনন সংক্রান্ত সকল Stokeholder সমুহের (যেমন-ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পোস্তগোলা ক্যান্টনমেন্ট, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ) সাথে প্রয়োজনীয় MoU সম্পন্ন না করার ফলে প্রকল্প চলাকালীন সড়ক খনন সংক্রান্ত বিভিন্ন Stokeholder এর নিকট হতে অনুমোদি প্রান্তিতে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ায় প্রকল্প কার্যক্রমে বিলম্ব হয়।	০৩।	আন্ডার গ্রাউন্ড বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে সড়ক খনন সংক্রান্ত সকল Stokeholder সমূহের সাথে প্রয়োজনীয় MoU সম্পন্ন করে নেয়া প্রয়োজন। ফলে প্রকল্প চলাকালীন সড়ক খনন সংক্রান্ত বিভিন্ন Stokeholder এর নিকট হতে অনুমোদন প্রাপ্তিতে জটিলতার সম্মুখীন হয়ে প্রকল্প বিলম্বিত হবে না।
০৪।	প্রকল্পের অনুকূলে RADP'তে সংস্থানকৃত বরাদ্দের চেয়ে প্রকৃত ব্যয় বেশি পরিলক্ষিত হয়।	০৪।	প্রকল্পের অনুকূলে RADP'তে সংস্থানকৃত বরাদ্দের চেয়ে প্রকৃত ব্যয় বেশি হওয়ায় বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগ খতিয়ে দেখবে।
০৫।	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০+/- ১০% মেঃ ওঃ গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নিরবচ্ছিন্ন চলমান রাখার জন্য শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই।	০৫।	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০+/- ১০% মেঃ ওঃ গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানি সহজেই সংগ্রহের জন্য ভাসমান পল্টুন ও পাম্প স্থাপন করতে হবে।
০৬।	ডিপিপি অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রকল্পের আওতায় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উল্লেখ থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।	০৬।	ডিপিপি অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রকল্পের আওতায় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উল্লেখ থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়টি বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
০৮।	ডেসকোতে স্থাপিত Sepervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System টি একটি নতুন ও উচ্চতর প্রযুক্তিসম্পন্ন। কিন্তু এর যথাযথ ও কার্যকর পরিচালনার জন্য নিযুক্ত অপারেটর ও অন্যান্য প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	০৮।	ডেসকোতে স্থাপিত Sepervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System টি একটি নতুন ও উচ্চতর প্রযুক্তিসম্পন্ন হওয়ায় এর যথাযথ ও কার্যকর পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর পদায়নের পাশাপাশি এ সিস্টেমের সাথে সংশ্লিষ্ট অপারেটর ও অন্যান্য প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
০৯।	Defect liability period শেষে SCADA System রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে প্রকল্পের ডিপিপিতে কোন কিছুর উল্লেখ নেই।	০৯।	SCADA System রক্ষণাবেক্ষণের জন্য Defect liability period শেষে ডেসকো প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
১০।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রকল্প চট্রগ্রাম	১০।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রকল্প চট্রগ্রাম জোন"

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	জোন" প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অতি সংবেদনশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ২৪টি সাবস্টেশনের নিরাত্তামূলক ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অপারেশনাল জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।		প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অতি সংবেদনশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ২৪টি সাবস্টেশনের নিরাত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারের পাশাপাশি অপারেশনাল জনবলকে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
১১।	তিনটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রেস্ট হাউজগুলো যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	১১।	তিনটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রেস্ট হাউজগুলো যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল পদস্থ করা প্রয়োজন।
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টর:			
০১।	তিতাস ১৩নং কূপে ফিশিং অপারেশন শুরু করে বন্ধ করায় অর্থের অপচয় হয়েছে।	০১।	তিতাস ১৩নং কূপে ফিসিনিং অপারেশন শুরু করে বন্ধ করায় অর্থের অপচয় হয়েছে। ভবিষ্যতে জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করতে হবে।
০২।	মহেশখালী জিরো পয়েন্ট সিটি এম এস গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনের গায়ে শেওলা পরিলক্ষিত হয়।	০২।	মহেশখালী জিরো পয়েন্ট সিটি এম এস গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনের গায়ে শেওলা পরিলক্ষিত হয়। সিটি এম এস এর যাবতীয় যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ইহার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য জিটিসিএলকে সার্বক্ষণিক তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।
পরিবহণ সেক্টর:			
০১।	প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের সংশোধনসহ প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল অধিক বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে জনগণ প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে পারে না।	০১।	যথাসময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করতে হবে।
০২।	প্রকল্পের ভবন নির্মাণ স্থান না নির্ধারণ না করে /ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না করে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এর ফলে স্থান পেতে/ভূমি অধিগ্রহণে অনেক বিলম্ব হয়। এতে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্প বার বার সংশোধন করতে হয়।	০২।	ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
০৩।	প্রকল্প বার বার সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয়।	০৩।	ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিৎ হবে যাতে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হয়।
০৪।	আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/ সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করা হয় না। প্রকল্পের পিসিআরের সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ না করা।	০৪।	পরিপত্র অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।
০৫।	অধিকাংশ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন অথবা একাধিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এতে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাহত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ	০৫।	"সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" সর্বশেষ পরিপত্র (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	পরিপত্রের (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) ১৬.৩৭ অনুচ্ছেদ এবং সংযোজনী-ঢ় এর ৪.৩ ও ৪.৮ শর্ত অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক মূল পদে বহাল থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন এবং একাধিক প্রকল্পের পিডি'র দায়িত্ব পালন পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।		
০৬।	অধিকাংশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদকালে প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে জানা যায়, পদোন্নতি, বদলীজনিত ও অবসরজনিত কারণে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয় না। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রম ধীরগতি ও ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।	০৬।	প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে।
০৭।	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাসময়ে বরাদ্দকৃত এডিপি অর্থ ছাড়ে বিলম্ব ও ছাড়কৃত অর্থ যথাযথ ব্যয় করতে না পারায় প্রকল্পের ডিপিপির কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হয় না।	০৭।	প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় ও ব্যয় নিশ্চিত করে প্রকল্প কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
০৮।	প্রকল্পের Cost over run এবং Time over run হওয়া।		ভবিষ্যতে অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে।
০৯।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া।		প্রকল্পে ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
১০।	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়া এবং পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা।	১০।	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করা এবং পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সমীচীন হবে।
১১।	ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা	১১।	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ মনিটরিং এবং জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
১২।	রেলট্র্যাকে বিদ্যমান পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত কাঠের স্লীপার নিয়মিতভাবে পরিবর্তন না হওয়া।	১২।	রেলট্র্যাকে বিদ্যমান পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত কাঠের স্লীপার চিহ্নিত করে তা প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৩।	রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়া।	১৩।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৪।	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতে নিয়মিত ক্যারেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকা।	১৪।	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতে নিয়মিত ক্যারেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৫।	MTBF সিলিং অনুযায়ী অর্থ বছর ভিত্তিক যথাযথ অর্থ বরাদ্দের অপ্রতুলতা।	১৫।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
১৬।	Annual Procurement Plan যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। ডিপিপির Procurement Plan এর সাথে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের Procurement Plan এর বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়।	১৬।	ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
১৭।	অনেক সময়ই Feasibility Study না করে বা	১৭।	যথাযথ Feasibility Study করত: component

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	তাড়াহুড়া করে Feasibility Study করে প্রকল্প গ্রহণ করায় বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয় এবং অনেক নতুন বিষয় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি হয়। ফলে একাধিক বার প্রকল্পের সংশোধন দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি পায়।		নির্ধারণ করা এবং component ভিত্তিক যথাযথ ব্যয় প্রাক্কলন করা।
১৮।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।	১৮।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৯।	প্রায়শই প্রকল্প তদারকিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত কোন দল না থাকায় প্রকল্প তদারকি অনেক ক্ষেত্রে দর্বল হয়।	১৯।	যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।
২০।	প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা জন্য প্রকল্প প্রস্তাবে সঠিক নির্দেশনা না থাকা।	২০।	প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা জন্য প্রকল্প প্রস্তাবে সঠিক নির্দেশনা রাখতে হবে।
২১।	ডিপিপিতে বর্ণিত কার্যসূচির সাথে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়।	২১।	ডিপিপিতে বর্ণিত কার্যসূচির সাথে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতা দূর করতে হবে।
২২।	ডিপিপিতে উল্লেখিত পিআইসি ও পিএসসির সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া।	২২।	উল্লেখিত পিআইসি ও পিএসসির নির্ধারিত সভা করতে হবে।
২৩।	পন্য ও সেবার দাম বৃদ্ধি পেলে সংশ্লিষ্ট পন্য ও সেবার rate schedule ও বৃদ্ধি পায়। যার ফলে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।	২৩।	যৌক্তিক কারণ ব্যতিত প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি না করা।
২৪।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব গ্রহণ পরবর্তী ভূমি অধিগ্রহণে কর্মপরিকল্পনা না থাকায় দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়।	২৪।	ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব গ্রহণ পরবর্তী ভূমি অধিগ্রহণে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা থাকা বাঞ্চনীয়।
২৫।	অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের QC (Quality Control) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা না করে ব্যবহার করায় প্রকল্পের নির্মাণ সামগ্রির গুণগতমান সন্তোষজনক হয়না।	২৫।	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের QC (Quality Control) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা করে নির্মাণ সামগ্রির গুণগতমান নিশ্চিত করে ব্যবহার করতে হবে।
২৬।	একজন কর্মকর্তার একাধিক প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন না করা।	২৬।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৭৩.০৪৬.২১.০০.০০১.২০১৮ (অংশ-১)-৩০ তারিখঃ ৩০/০১/২০২১ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টর:			
০১।	প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকৃত চাহিদা অনুসন্ধান এবং যথাযথ পরিকল্পনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;	০১।	প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
০২।	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Action Plan) এবং Procurement Plan তৈরী না করা।	০২।	আর্থিক সংগতি ও গুণগতমানের দিকে লক্ষ্য রেখে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Action Plan) এবং Procurement Plan তৈরী ও বাস্তবায়ন করা।
০৩।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী, একজন প্রকল্প পরিচালককে একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বভার প্রদান, অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি।	০৩।	সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, ২০১৬ অনুযায়ী বিধি মোতাবেক যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা।
০৪।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয় না।	০৪।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
০৫।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা অনুসরণ না করা;	০৫।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা;
০৬।	প্রকল্প সমাপ্তির পরে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ জনবল নিয়োগ না দেওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হয়না।	০৬।	প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনার জন্য যথেষ্ট দক্ষ জনবল নিয়োগ করা।
০৭।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা (পূর্ত কাজ)/সংগৃহীত মালামাল যথাযথভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ না করা।	০৭।	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
০৮।	প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্তঃ প্রকল্প সমাপ্তির পর যানবাহনসমূহ সরকারি বিধি অনুসরণ করে পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়না নতুন নতুন প্রকল্পে পুনরায় নতুন যানবাহন ক্রয় করা হয়; যা সরকারি অর্থের অপচয় বলে প্রতীয়মান হয়।	০৮।	বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং হিসাব রাখায় যথেষ্ট স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টর:			
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) শিক্ষা মন্ত্রণালয়:			
১।	১.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় "কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদ" ভবনটি প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১০ তলা ভিতে ০৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত ভবনটি মূল ভিত্তি (Foundation) অনুসারে অবশিষ্ট ফ্লোরসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান/ক্রমবর্ধমান অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা; ১.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো, ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখার পাশাপাশি উল্লিখিত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির কার্যকর (Effective) ব্যবহার নিশ্চিত না করা; এবং ১.৩ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর	১।	(১.১) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় "কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদ" ভবনটি প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১০ তলা ভিতে ০৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত ভবনটি মূল ভিত্তি (Foundation) অনুসারে অবশিষ্ট ফ্লোরসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান/ক্রমবর্ধমান অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (১.২) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো, ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখার পাশাপাশি উল্লিখিত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির কার্যকর (Effective) ব্যবহার নিশ্চিত করা; (১.৩) প্রকল্পের পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় ও প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে মোট

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা হয়নি।		০৪ (চার) জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তারা একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জবাবদিহিতার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা; (১.৪) উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; (১.৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার পাশাপাশি শিক্ষকগণের গবেষণা সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
০২।	২.১ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার উন্নয়নে গৃহীত “ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় আলোচ্য ‘‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে, সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চত না করা; ২.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বর্ধিত অংশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণ ও ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন না করা; এবং ২.৩ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ না করা।	০২।	((২.১) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার উন্নয়নে গৃহীত “ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় আলোচ্য ‘‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে, সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চত করা; (২.২) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বর্ধিত অংশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণ ও ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করে মসজিদটিকে পুরোপুরিভাবে ফাংশনার করে তোলার লক্ষ্যে বিদেশী সংস্থার প্রতিশ্রুত অর্থায়ন দ্রুত নিশ্চিত করা অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রকল্পের আওতায় তা সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহন করা; (২.৩) আলোচ্য প্রকল্পটি কোনরকম ব্যয় বৃদ্ধি (Cost Overrun) এবং সময় বৃদ্ধি (Time Overrun)

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
			ছাড়াই প্রায় শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে যা অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের ইতিবাচক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা; (২.৪) উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; (২.৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার পাশাপাশি শিক্ষকগণের গবেষণা সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়:			
০৩।	৩.১ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাদানের মানন্নোয়ন ঘটেছে কিনা তা যাচাই করা অর্থাৎ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের বিস্তারিত তথ্যচিত্র যথাযথ সংরক্ষণ না করা; ৩.২ নেত্রকোনা জেলায় আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ না করার পেছনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও নির্মাণ সহযোগী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবহেলা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে; ৩.৩ দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থিরকৃত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এর জন্য কিছু শিক্ষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা, প্রশিক্ষণের সীমিত ব্যাচের কারণে সময়ের সামঞ্জস্য (Timing) না হওয়া এবং পিসিআর মোতাবেক পর্যাপ্ত বাজেট না থাকার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। ৩.৪ কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে প্রশিক্ষণ	০৩।	৩.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের শিক্ষা দানের মানন্নোয়ন উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাদানের মানন্নোয়ন ঘটেছে কিনা তা যাচাই করা অর্থাৎ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের বিস্তারিত তথ্যচিত্র যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩.২ নেত্রকোনা জেলায় আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ না করার পেছনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও নির্মাণ সহযোগী সংস্থা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অবহেলা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায় এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩.৩ দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থিরকৃত প্রশিক্ষণের

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
	কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ইংরেজি বিষয়ে সেন্টার অব এক্সিলেন্সটিতে দীর্ঘদিন যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত রয়েছে ফলে কয়েকটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ০৩টি এয়ার কন্ডিশনার এর মধ্যে ০২টি নষ্ট হয়েছে। ৩.৫ প্রকল্প হতে ই-ল্যাবে প্রদত্ত বড় মনিটর ব্যবহার করতে না পারা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হতে প্রজেক্টর ক্রয় করা গ্রহনযোগ্য নয়। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্টার থাকার অজুহাতে সচল প্রিন্টার স্টোররুমে সংরক্ষণ করে রাখায়ও গ্রহণযোগ্য নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সকল যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি (বড় মনিটর, প্রজেক্টর, র‍্যাক সার্ভার, ফটোকপিয়ার) ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তরণ (dissemination) কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে কেননা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারার কারণে এসকল যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত পড়ে থাকে অথবা বিনষ্ট হয়। ৩.৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখা কর্তৃক ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের পিএমইউ এর জন্য ক্রয়কৃত ০৪টি যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি। ৩.৭ অব্যয়িত ১২৪৭৫৬৭০.৭১ টাকা এডিবির হিসাবে জমা প্রদান, ৩৩৯৫০২.৫০ টাকার সমপরিমাণ তরলীকৃত ক্ষতি (liquidated damage) আদায়, ব্যাংক স্থিতি ও আর্থিক বিবরণীর মধ্যে ৩৭৬৭০.৭১ টাকার গরমিলসহ অবশিষ্ট ১২টি অডিট আপত্তি রয়েছে।		লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এর জন্য কিছু শিক্ষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা, প্রশিক্ষণের সীমিত ব্যাচের কারণে সময়ের সামঞ্জস্য (Timing) না হওয়া এবং পিসিআর মোতাবেক পর্যাপ্ত বাজেট না থাকার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। সুনির্দিষ্ট তথ্যভান্ডার এর ভিত্তিতে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে যাতে কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণের আওতা বহির্ভুত না থাকে এবং স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত ব্যচসংখ্যা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একাধিত কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না। একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ৩.৪ কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় অবস্থিত টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ইংরেজি বিষয়ে সেন্টার অব এক্সিলেন্সটিতে দীর্ঘদিন যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত রয়েছে ফলে কয়েকটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ০৩টি এয়ার কন্ডিশনার এর মধ্যে ০২টি নষ্ট হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সচল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩.৫ প্রকল্প হতে ই-ল্যাবে প্রদত্ত বড় মনিটর ব্যবহার করতে না পারা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হতে প্রজেক্টর ক্রয় করা গ্রহনযোগ্য নয়। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্টার থাকার অজুহাতে সচল প্রিন্টার স্টোররুমে সংরক্ষণ করে রাখায়ও গ্রহণযোগ্য নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সকল যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি (বড় মনিটর, প্রজেক্টর, র‍্যাক সার্ভার, ফটোকপিয়ার) ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তরণ (dissemination) কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে কেননা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারার কারণে এসকল যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত পড়ে থাকে অথবা বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হলে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত পড়ে থাকবে। তাই রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ শুধু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			৩.৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখা কর্তৃক ০৮ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের পিএমইউ এর জন্য ক্রয়কৃত ০৪টি যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান করতে হবে। ৩.৭ অব্যয়িত ১২৪৭৫৬৭০.৭১ টাকা এডিবির হিসাবে জমা প্রদান, ৩৩৯৫০২.৫০ টাকার সমপরিমাণ তরলীকৃত ক্ষতি (liquidated damage) আদায়, ব্যাংক স্থিতি ও আর্থিক বিবরণীর মধ্যে ৩৭৬৭০.৭১ টাকার গরমিলসহ অবশিষ্ট ১২টি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; ৩.৮ উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পে পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত নিয়মাবলি মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৬ মাস পর্যন্ত যেসব কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ থাকবে না সেসব কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া যাবে না।
০৪।	৪.১ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদসহ ০৩ (তিন) বার সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরিকে ০২ (দুই) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (সর্বশেষ ০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কষ্ট ওভার রান না হলেও টাইম ওভার রান হয়েছে ৬০ মাস (১২৫%), যা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ৪.২ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং দারুস্‌সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড এবং কিছু কিছু কম্পিউটার অচল দেখা গেছে। এছাড়া, ইন্টারনেটের গতি মন্থর হওয়ায় শিক্ষার্থীগণ প্রত্যাশিত উপযোগিতা পাচ্ছে না । ৪.৩ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও দারুস্‌সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত লিফট্‌সমূহের প্রতিটি ফ্লোরে লিফটের সামনে নীচু থাকায় বর্ষা মৌষুমে বৃষ্টি পানি লিফটের ভিতরে প্রবেশ করে। দারুস্‌সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লিফট্ অকেজো অবস্থায় দেখা যায়। ৪.৪ পরিদর্শিত ঢাকা উদ্যান মহাবিদ্যালয়ের	০৪।	৪.১ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদসহ ০৩ (তিন) বার সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরিকে ০২ (দুই) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (সর্বশেষ ০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৯ পর্যন্ত)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কষ্ট ওভার রান না হলেও টাইম ওভার রান হয়েছে ৬০ মাস (১২৫%), যা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বাস্তব ভিত্তিক নিরূপণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে ; ৪.২ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং দারুস্‌সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড এবং কিছু কিছু কম্পিউটার অচল দেখা গেছে। এছাড়া, ইন্টারনেটের গতি মন্থর হওয়ায় শিক্ষার্থীগণ প্রত্যাশিত উপযোগিতা পাচ্ছে না । পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে এ ধরনের কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৩ প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও দারুস্‌সালাম সরকারি

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	কম্পিউটার ল্যাবের ফ্লোর টাইলস্ ও বাথরুমের দেয়াল টাইলস-এর কোন কোন স্থানে ভাংগা দেখা যায়। তাছাড়া কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড ও নেটওয়ার্কিং-এ সমস্যা রয়েছে। ৪.৫ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জেনারেটরের জন্য আলাদা কোন রুম না থাকায় জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখা হচ্ছে। পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থাপিত জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখার কারণে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে জেনারেটর সমূহের ক্ষতি হতে পারে। ৪.৬ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বের হেলে যাওয়া সীমানা প্রাচীর (আনুমানিক ৫০-৬০ ফুট) জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ৪.৭ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবনের Starting Roof এর উপরের টাইলস্/ টালি ভেংগে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ছাঁদের ভিতরে জমে এবং তা ছাঁদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভিতরে আসে। ৪.৮ শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় ও শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পাশাপাশি অবস্থিত কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে কোন পার্টিশন ওয়াল নির্মান করা হয়নি। ৪.৯ পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে গুলোতে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য স্যুয়েরেজ লাইন নেই। ৪.১০ প্রকল্পটি জুন,২০১৯-এ সমাপ্ত ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত (পরিদর্শনের তারিখ) পূর্ণ মেয়াদের অর্থ বছর সমূহের (জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৯) অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়নি।		মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত লিফট্সমূহের প্রতিটি ফ্লোরে লিফটের সামনে নীচু থাকায় বর্ষা মৌষুমে বৃষ্টি পানি লিফটের ভিতরে প্রবেশ করে। দারুস্সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লিফট্ অকেজো অবস্থায় দেখা যায়। পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সমস্যা থাকলে জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৪ পরিদর্শিত ঢাকা উদ্যান মহাবিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবের ফ্লোর টাইলস্ ও বাথরুমের দেয়াল টাইলস-এর কোন কোন স্থানে ভাংগা দেখা যায়। তাছাড়া কম্পিউটার ল্যাবের স্মার্ট বোর্ড ও নেটওয়ার্কিং-এ সমস্যা রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে এ ধরণের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৫ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জেনারেটরের জন্য আলাদা কোন রুম না থাকায় জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখা হচ্ছে। পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থাপিত জেনারেটর সিঁড়ি ঘরে রাখার কারণে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে জেনারেটর সমূহের ক্ষতি হতে পারে। জরুরী ভিত্তিতে জেনারেটরসমূহের নিরাপত্তার জন্য পৃথক রুম নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৬ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের পূর্ব পার্শ্বের হেলে যাওয়া সীমানা প্রাচীর (আনুমানিক ৫০-৬০ ফুট) জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৭ পরিদর্শিত শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবনের Starting Roof এর উপরের টাইলস্/ টালি ভেংগে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ছাঁদের ভিতরে জমে এবং তা ছাঁদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভিতরে আসে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এ সমস্যা নিরসনে জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৪.৮ শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারী মহাবিদ্যালয় ও শহীদ শেখ রাসেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় পাশাপাশি অবস্থিত কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে কোন পার্টিশন ওয়াল নির্মান করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি দু'টির মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ করতে হবে;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			৪.৯ পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে গুলোতে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য স্যুয়েরেজ লাইন নেই (বর্তমান সাব-মারসিবল পাম্প দ্বারা পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে) সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্যুয়েরেজ লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে; ৪.১০ প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত (পরিদর্শনের তারিখ) পূর্ণ মেয়াদের অর্থ বছর সমূহের (জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৯) অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়নি। তাই প্রকল্প শুরু হতে শেষ পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ; এবং ৪.১১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ, সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলেজ/ বিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি রাজস্ব খাত হতে থোক বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
০৫।	৫.১) প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ না করা; ৫.২) কোভিড পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন হোস্টেল বন্ধ থাকায় রুমগুলোতে পরিলক্ষিত সমস্যাগুলো সংস্কারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ না করা; ৫.৩) নির্মিত হোস্টেল ভবনে গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়া; ৫.৪) প্রকল্পের পুরো বাস্তবায়নকালীন সময়ের বছরভিত্তিক (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) অডিট সম্পাদন না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাশাপাশি অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ না করা;	০৫।	৫.১) প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে ; ৫.২) প্রকল্প সমাপ্তির (ডিসেম্বর, ২০১৮) ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ বিভাগে প্রেরণ না করে ০২ (দুই) বছর ০৬ (ছয়) মাস পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে PCR প্রেরণ করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৫.৩) কোভিড পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন হোস্টেল বন্ধ থাকায় রুমগুলোতে পরিলক্ষিত সমস্যাগুলো সংস্কারে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে; ৫.৪) নির্মিত হোস্টেল ভবনে গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন; ৫.৫) প্রকল্পের পুরো বাস্তবায়নকালীন সময়ের বছরভিত্তিক (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) অডিট সম্পাদন না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পাশাপাশি অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অডিট সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে ;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			৫.৬) ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের (PCR) যথাসময়ে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং
০৬।	৬.১) প্রকল্প বাস্তবায়নে Time Over Run হয়েছে ১০০%। ভবিষ্যতে অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থার আন্তরিকতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা; ৬.২) প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পে সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ না করা; ৬.৩) প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যানবাহন (১ টি জীপ ও ১ টি পিকআপ) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি। পত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যানবাহন দুটি পরিবহন পুলে জমা প্রদান না দেয়া; ৬.৪) FAPAD কর্তৃক প্রকল্পের শেষ দুই অর্থবছরের (২০১৭-২০১৯) অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ না করা; ৬.৫) প্রকল্পের ক্রয়কৃত আসবাবপত্র রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থাপনাগুলো টেকসই করার নিমিত্ত শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্মিত ভবনগুলো নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার না করা; এবং ৬.৭) মাদ্রাসার মূল গেট হতে র‍্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ না করা অন্যথায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা র‍্যাম্পের সুবিধা গ্রহণ না করা;	০৬।	৬.১) প্রকল্প বাস্তবায়নে Time Over Run হয়েছে ১০০%। ভবিষ্যতে অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থার আন্তরিকতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৬.২) প্রকল্প সমাপ্তির (মার্চ, ২০১৯) ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এ বিভাগে প্রেরণ না করে ০২ (দুই) বছর ০৩ (তিন) মাস পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে PCR প্রেরণ করার কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; ৬.৩) প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পে সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে; ৬.৪) প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যানবাহন (১ টি জীপ ও ১ টি পিকআপ) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিবহন পুলে জমা প্রদান করা হয়নি। পত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যানবাহন দুটি পরিবহন পুলে জমা প্রদানপূর্বক তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো; ৬.৫) FAPAD কর্তৃক প্রকল্পের শেষ দুই অর্থবছরের (২০১৭-২০১৯) অডিট সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ৬.৬) প্রকল্পের ক্রয়কৃত আসবাবপত্র রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থাপনাগুলো টেকসই করার নিমিত্ত শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্মিত ভবনগুলো নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার করতে হবে; ৬.৭) মাদ্রাসার মূল গেট হতে র‍্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন ,অন্যথায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা র‍্যাম্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না; এবং ৬.৮) প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে সার্ভে করে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, হাওড় এলাকা, চরাঞ্চল, বণ্যাপ্রবন এলাকা, প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মাদ্রাসাগুলোকে প্রকল্প এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যা প্রকল্পের একটি ইতিবাচক দিক। ভবিষ্যতে অন্য প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এবিষয়টি বিবেচনা করলে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরি হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		*(২)*
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়:			
৭।	৭.১) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য স্থাপিত পরীক্ষাগার অব্যবহৃত রয়েছে এবং ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ মওজুদ করে সংরক্ষণ করা এবং জরুরী ভিত্তিতে এ বিভাগের জন্য শিক্ষক এবং সহায়ক জনবলের পদ সৃষ্টি করা ও নিয়োগ প্রদান না করা ; ৭.২) নির্মিত প্রায় প্রতিটি ভবনের নীচের ফাঁকা অংশ এবং প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে নীচু অংশ প্রয়োজনীয় বালু দ্বারা ভরাট করা হয়নি; ৭.৩) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি বরিশাল সদর থেকে ১২ কি:মি: দূরে অবস্থিত। কলেজটির নিজস্ব কোন এ্যাম্বুলেন্স ও মেডিক্যাল সেন্টার না থাকায় হঠাৎ কোন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ অসুস্থ হলে তাদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া কলেজটিতে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের মসজিদ, অডিটোরিয়াম ও কমন ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করা হয়নি; ৭.৪) কলেজটির নিজস্ব কোন নিরাপত্তা কর্মী নেই। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে আনসার সদস্য নিয়োগ করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কলেজটির সার্বিক নিরাপত্তা এবং আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা; ৭.৫) প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হওয়ায় নির্মিত ভবনসমূহের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কলেজটির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ না করা ; এবং ৭.৬) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ, সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলেজের নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে সম্পন্ন না করা।	৭।	৭.১) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটিতে নেভাল আর্কিটেকচার এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কোন শিক্ষক এবং সহায়ক জনবলের পদ সৃষ্টি না হওয়ায় কোর্সটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিভাগের জন্য স্থাপিত পরীক্ষাগার অব্যবহৃত রয়েছে এবং ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ মওজুদ করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের শতভাগ আউটকাম অর্জিত হচ্ছে না। জরুরী ভিত্তিতে এ বিভাগের জন্য শিক্ষক এবং সহায়ক জনবলের পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৭.২) কলেজটিতে নির্মিত প্রায় প্রতিটি ভবনের নীচের ফাঁকা অংশ এবং প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে নীচু অংশ প্রয়োজনীয় বালু দ্বারা ভরাট করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; ৭.৩) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি বরিশাল সদর থেকে ১২ কি:মি: দূরে অবস্থিত। কলেজটির নিজস্ব কোন এ্যাম্বুলেন্স ও মেডিক্যাল সেন্টার না থাকায় হঠাৎ কোন আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ অসুস্থ হলে তাদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া কলেজটিতে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের মসজিদ, অডিটোরিয়াম ও কমন ক্যান্টিনের কোন ব্যবস্থা নেই। এ সমস্ত সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ৭.৪) কলেজটির নিজস্ব কোন নিরাপত্তা কর্মী নেই। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে আনসার সদস্য নিয়োগ করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কলেজটির সার্বিক নিরাপত্তা এবং আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; ৭.৫) প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হওয়ায় নির্মিত ভবনসমূহের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কলেজটির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ৭.৬) প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদসহ ০২ (দুই) বার সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরিকে ০১ (এক) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কষ্ট ওভার রান হয়েছে ১৭৪৬.০৪ লক্ষ টাকা (১২.৫৩%) এবং টাইম ওভার রান হয়েছে ৭২ মাস বা ৬ বছর (২০০%), যা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বাস্তব ভিত্তিক নিরূপণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে; ৭.৭) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ, সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলেজের নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে ; এবং ৭.৮) কলেজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত জরুরী ভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন অধ্যক্ষ নিয়োগ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়:			
৮।	৮.১। পরিদর্শিত শেরপুর পিটিআই-এর অধিকগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিয়ে ভূমির মালিকদের মধ্যে মামলা থাকায় জমিটি পিটিআই-এর নামে নামজারী হয়নি। ৮.২। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর পিটিআই সুপারিনন্টেনডেন্টের বাসভবনের ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ৮.৩। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর হোস্টেলের ছাদ, দরজা এবং ওয়াশব্লকের ফলস সিলিং মেরামতের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং হোস্টেলের ছাদের যে অংশ খোলা রয়েছে (DUCK) সে অংশটি পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক ঢেকে দেওয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়। । ৮.৪। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-টি যে স্থানে নির্মিত হয়েছে সে স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বন্যা হলে পিটিআই এর অভ্যন্তরে পানি উঠে যায় বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। ৮.৫। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর অতিরিক্ত ১৫৮৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩১৬৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ৮.৬। প্রকল্পটি মোট ২৬,৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় বর্ণিত মেয়াদে প্রকল্পটির আর্থিক বিষয়ে কোন ধরনের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি।	৮।	৮.১। পরিদর্শিত শেরপুর পিটিআই-এর অধিকগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিয়ে ভূমির মালিকদের মধ্যে মামলা থাকায় জমিটি পিটিআই-এর নামে নামজারী হয়নি। ভূমি সংক্রান্ত এ মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর জমিটি পিটিআই-এর নামে নামজারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৮.২। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর পিটিআই সুপারিনন্টেনডেন্টের বাসভবনের ছাদে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ৮.৩। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-এর হোস্টেলের ছাদ, দরজা এবং ওয়াশব্লকের ফলস সিলিং মেরামতের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এবং হোস্টেলের ছাদের যে অংশ খোলা রয়েছে (DUCK) সে অংশটি পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন সেখান থেকে বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে বৃষ্টির পানি পড়তে না পারে। ৮.৪। নারায়ণগঞ্জ পিটিআই-টি যে স্থানে নির্মিত হয়েছে সে স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বন্যা হলে পিটিআই এর অভ্যন্তরে পানি উঠে যায় বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়। পিটিআই-এর শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্ষা মৌসুমে পানি যেন জমে না থাকে সে জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পিটিআই কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৮.৫। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর অতিরিক্ত ১৫৮৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩১৬৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিভাগকে অবহিত করবে। ৮.৬। প্রকল্পটি মোট ২৬,৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে গ্রহণ

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			করা হয়েছিল । প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় বর্ণিত মেয়াদে প্রকল্পটির আর্থিক বিষয়ে কোন ধরনের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি। প্রকল্পের আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার জন্য অডিট সম্পাদনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সম্পাদিত অডিট প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। ৮.৭। পরিদর্শিত ৩টি পিটিআই এবং তথ্য সংগ্রহমতে অবশিষ্ট ৯টি পিটিআই-তে যে সকল সমস্যা/ ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে তার সমাধান/ মেরামতের জন্য উদ্যোগী মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করবে।
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সেক্টর:			
০১।	প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকৃত চাহিদা নিরূপন এবং যথাযথ পরিকল্পনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;	০১।	প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা।
০২।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিবেচনা না করে প্রকল্প গ্রহণের কারণে প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রয়োজন হয়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়।	০২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বিবেচনায় এনে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রকল্প গ্রহণ করা।
০৩।	সরকারি মালিকানাধীন জমিতে (প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান) অবৈধ দখলদার কর্তৃক মামলা দায়ের/বাধাগ্রস্থ করায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরুতে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব হয়।	০৩।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতাসমূহ নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
০৪।	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Action Plan) এবং Procurement Plan তৈরী না করা।	০৪।	আর্থিক সংগতি ও গুণগতমানের দিকে লক্ষ্য রেখে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Action Plan) এবং Procurement Plan তৈরী ও বাস্তবায়ন করা।
০৫।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী, একজন প্রকল্প পরিচালককে একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বভার প্রদান, অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি।	০৫।	সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি,২০১৬ অনুযায়ী বিধি মোতাবেক যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা।
০৬।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ নিবিড় পরিবীক্ষণ এর অভাব পরিলক্ষিত হয়;	**০৬।**	নির্মাণ কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি জোরদার করা।
০৭।	প্রকল্প অনুমোদনের পর প্রকল্পের ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়;	**০৭।**	মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহ কর্তৃক পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধিসমূহ যথাযথভাবে

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
			অনুসরণ করা।
০৮।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয় না।	০৮।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
০৯।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা অনুসরণ না করা;	০৯।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা;
১০।	প্রকল্প সমাপ্তির পরে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ জনবল নিয়োগ না দেওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হয়না।	১০।	প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনার জন্য যথেষ্ট দক্ষ জনবল নিয়োগ করা।
১১।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা (পূর্ত কাজ)/সংগৃহীত মালামাল যথাযথভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ না করা।	১১।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা (পূর্ত কাজ)/সংগৃহীত মালামাল যথাযথভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা।
১২।	প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান না থাকায় অথবা নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সুফল টেকসই না হওয়া।	১২।	প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের সুফল টেকসই করার লক্ষ্যে সঠিক কর্মপরিকল্পনা (Exit Plan) প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভূক্ত করা এবং পর্যাপ্ত জনবলের সংস্থান রাখা।
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টর:			
০১।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই (feasibility study) ও বাস্তব চাহিদা নিরুপন ব্যতীত জিওবি প্রকল্প গ্রহণ করা;	০১।	যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবতার আলোকে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
০২।	প্রকল্প পরিচালক যথাসময়ে নিয়োগ না হওয়া;	০২।	যথাসময়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা;
০৩।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয় না।	০৩।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
০৪।	প্রকল্প সাহায্য সঠিক সময়ে না পাওয়া;	০৪।	উন্নয়ন সহযোগী হতে প্রকল্প সাহায্য সঠিক সময়ে পাওয়া না গেলে বিকল্প ব্যবস্থা ঋণ/সহায়তা চুক্তিতে উল্লেখ রাখা।
০৫।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা অনুসরণ না করা;	০৫।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা;
০৬।	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা (পূর্ত কাজ)/সংগৃহীত মালামাল যথাযথভাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ না করা।	০৬।	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।
সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন সেক্টর:			
০১।	যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা।	০১।	সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
০২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা;	০২।	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;
০৩।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া;	০৩।	প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
০৪।	সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	০৪।	বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
০৫।	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	০৫।	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।
০৬।	ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে;	০৬।	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা;
জনপ্রশাসন সেক্টর:			
০১।	সময় মতো PCR প্রেরণ না করা	০১।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর ০৩ মাসের মধ্যে Project completion Report (PCR) প্রেরণের কথা থাকলেও তা এখনো প্রেরণ করা হয়নি। (PCR) প্রেরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টর:			
০১।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility study) ব্যতীত জিওবি প্রকল্প গ্রহণ করা;	০১।	সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
০২।	বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা;	০২।	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;
০৩।	DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;	০৩।	DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
০৪।	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পগুলোতে দাতা সংস্থার নানাবিধ শর্ত অনেক সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়।	০৪।	বাস্তবতার আলোকে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দাতা সংস্থার সাথে নিগোসিয়েশনসহ ঋণ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। দাতা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে সমীক্ষা পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
০৫।	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	০৫।	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
০৬।	ভূমি অধিগ্রহণে সময়মত উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং সময়ক্ষেপণ করা ;	০৬।	যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিত করা;
০৭।	সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	০৭।	বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
০৮।	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	০৮।	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টর:			
০১।	নির্ধারিত সময়ে ভূমি অধিগ্রহণে বিভিন্ন জটিলতা এবং সরকারি মালিকানাধীন জমিতে (প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থানে) অবৈধ দখলদার কর্তৃক মামলা দায়ের/বাধাগ্রস্থ করায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের নির্মাণ শুরুতে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব।	০১।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতাসমূহ নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
০২।	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Action Plan) এবং Procurement Plan তৈরী না করা।	০২।	আর্থিক সংগতি ও গুণগতমানের দিকে লক্ষ্য রেখে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Action Plan) এবং Procurement Plan তৈরী ও বাস্তবায়ন করা।
০৩।	ডিপিপির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না।	০৩।	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা সঠিকভাবে পালন করা;
০৪।	বার বার সময় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে যেমন- বেতন/ ভাতা, যানবাহন পরিচালন/ রক্ষণাবেক্ষণ, স্টেশনারী ইত্যাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত না হ্ওয়ায় প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের কাংখিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে;	০৪।	অনিবার্য কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি যাতে না হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা;
০৫।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয় না।	০৫।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
০৬।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা অনুসরণ না করা;	০৬।	প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা;
০৭।	প্রকল্প সমাপ্তির পর যানবাহনসমূহ সরকারি বিধি অনুসরণ করে পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়না এবং নতুন নতুন প্রকল্পে পুনরায় নতুন যানবাহন ক্রয় করা হয়; যা সরকারি অর্থের অপচয় বলে প্রতীয়মান হয়।	০৭।	বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং হিসাব রাখায় যথেষ্ট স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
যোগাযোগ সেক্টর:			
০১।	পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেওয়া;	০১।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
০২।	ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা।	০২।	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ মনিটরিং এবং জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
০৩।	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	০৩।	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
০৪।	সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	০৪।	বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
গণসংযোগ সেক্টর:			
০১।	প্রকল্পের অঙ্গ নির্ধারণ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় নির্ধারণ সঠিকভাবে হচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের সংশোধনের প্রয়োজন হয়।	০১।	প্রকল্পের অঙ্গ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। একইসাথে অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন সঠিকভাবে নির্ধারণপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;
০২।	ডিপিপির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না।	০২।	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা সঠিকভাবে পালন করা;
০৩।	বার বার সময় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে যেমন- বেতন/ ভাতা, যানবাহন পরিচালন/	০৩।	অনিবার্য কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি যাতে না হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা;

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
	রক্ষণাবেক্ষণ, স্টেশনারী ইত্যাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের কাংখিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে;		
০৪।	প্রকল্প প্রণয়নকালে সঠিকভাবে সময় ও ব্যয় প্রাক্কলন না করার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে, বার বার সংশোধনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।	০৪।	প্রকল্প প্রণয়নকালে সঠিকভাবে সময় ও ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য WBS(Work Break down structure) সম্পন্ন করে Network Chart, Gantt Chart এর মাধ্যমে Logical framework প্রণয়ন ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
০৫।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয় না।	০৫।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য প্রতিমাসের ০১ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করা।

উপসংহার:

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গৃহীত মোট প্রকল্প সংখ্যার (১৯৮৫টি) শতকরা প্রায় ১৫.০১% ভাগ (২৯৮টি) সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সমগ্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমমানের এবং সমপর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নকালীন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনের এই সারসংক্ষেটি এডিপি সেক্টর অনুযায়ী হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি সামষ্টিক চিত্র পাওয়া যাবে।